সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1985
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

034

প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে আসতে না আসতেই 'সাহায্যকারী'দের কাছে পৌঁছে যায়

ঘোড়াশাল (নরসিংদী), ২৮শে জুন, (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— কালীগঞ্জ উপজেলার ভাওয়াল জামালপুর মহাবিদ্যালয়ের এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্রে চলছে অবৈধ নকল। প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে আসতে না আসতেই চলে যাচ্ছে বাইরে অপেক্ষমান নকল সরবরাহকারীদের হাতে। যারা বই, খাতা, ব্লেড ও কাঁচি। নিয়ে প্রস্তুত। মুহূর্তের মধ্যে বইয়ের পাতা কেটে তারা পৌঁছে দিচ্ছে পরীক্ষার হলে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রায় ৪০ জন স্কুল ও কলেজের নেতা ধরনের ছাত্রের বুকে গীলমোহর করে ব্যাজ পরিয়ে দিয়েছেন অবাধে হলের ভেতর আসা-যাওয়ার জন্য। হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে নকল করতে পারছে। কারণ স্কুলের শিক্ষকদের থেকে শুরু করে কলেজের ছাত্রদের দিয়ে পর্যন্ত পরিদর্শকের কাজ করানো হচ্ছে।

জামালপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার রেকর্ড পরিমাণ (৯২৮ জন) ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। উল্লেখিত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী পরীক্ষার্থী অনিয়মিত এবং বাইরের কলেজ থেকে এসেছে। বিশেষ করে ঢাকা ও নরসিংদী থেকেই বেশীর ভাগ বহিরাগত ছাত্র একটা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এই কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে। এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর স্থান সংকুলানের জন্য কলেজের পার্শ্ববর্তী জামালপুর হাই স্কুলটিও ব্যবহার করা হচ্ছে। কলেজের আশ-পাশের প্রায় ৭।৮টি হাইস্কুল ও প্রাইমারী স্কুল থেকে টুল-বেঞ্চ আনা হয়েছে। জামালপুর প্রাইমারী স্কুলের সমস্ত টুল-বেঞ্চ নিয়ে আসার ফলে স্কুলটি বন্ধ রয়েছে। হলের ভেতরে চাপাচাপি করে বেঞ্চ বসানো হয়েছে। ফলে হলে সুষ্ঠ পরীক্ষার পরিবেশ বজায় থাকছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এই সব পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই ৩ বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে শেষ ভরসা হিসেবে জামালপুর কেন্দ্রে এসেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র জানাল, শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি ব্যবস্থার দরুন সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায় এই কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাছাড়া এই কেন্দ্রে নকলের সুবিধা পাওয়ার নাম ডাকও রয়েছে বলে সে জানিয়েছে।

বহিরাগত এই পরীক্ষার্থীদের কেউ-ই এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী নয়। কারো দুলাভাই এই এলাকার ব্যাংকের ম্যানেজার, কেউ এলাকার বিশিষ্ট ঠিকাদারের মেয়ে ঢাকার কোন কলেজ থেকে ফেল করে এসেছে, কারো ভাই পুলিশ অফিসার, কেউ ছিল প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তার স্ত্রী, কারো ভাই হাসপাতালের ডাক্তার, কারো ভাই বিশিষ্ট নেতা, কেউ আবার প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের স্নেহভাজন। এছাড়া অনেক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী রয়েছে যারা অত্যন্ত সংঘবদ্ধ। কোথাও ক্রিকেট খেলা হলে যেমন দল বেঁধে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে করতে আসে এবং বিজয় উল্লাস করতে করতে ফিরে যায়। তেমনি প্রথম দিনের পরীক্ষার পর একদলকে দেখলাম ট্রাক ভাড়া করে বিজয় উল্লাস করতে করতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল তারা কোন ফাইনাল খেলার ট্রফি জিতে নিয়ে যাচ্ছে।

এ পরীক্ষা কেন্দ্রে সব পরীক্ষার্থীই যে অসদুপায় অবলম্বন করছে তা নয়। একজন প্রবীণ শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে বিশৃংখল অবস্থার দরুন ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা প্রকাশ করলেন।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজের একজন বিতর্কিত কর্তা ব্যক্তির উদাসিনতা ও অযোগ্যতার জন্যই পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশৃংখল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যিনি কলেজের হিসাবপত্রে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে কলেজ থেকে বহিস্কৃত এবং পরবর্তী সময়ে পদটি পেয়েছেন। কেন্দ্রটি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়নি। স্কুল শিক্ষকদের দিয়ে কেন পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে ভাওয়াল জামালপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জানান, অধ্যাপকের স্বল্পতার জন্যই পদের অনুকূল শিক্ষককে দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে। তাছাড়া ব্যাজধারী ছেলেদের নিয়োগ করার প্রশ্নে অধ্যক্ষ বলেন, ভলান্টিয়ার হিসাবে তাদের ব্যাজ দেয়া হয়েছে। বহিরাগত ছাত্রদের ব্যাপারে অধ্যক্ষের বক্তব্য হচ্ছে—তারা অন্য কলেজ থেকে এসেই প্রত্যেকেই ২য় বর্ষে ভর্তি হয়েছে। ইংরেজী প্রথম পত্র পর্যন্ত ২৪জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছেন।